বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইলঃ dgmlad1@krishibank.org.bd
ক্রেডিট বিভাগ

ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১
০২২২৩৩-৮৮৯৪৯
পিএবিএক্সঃ ০২২২৩৩-৮০০২১-২২
০২২২৩৩-৮০০২৪-২৫
০২২২৩৩-৮০০৩১-৩৫

নং- বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি (শাখা-১)/৩(১৭)/২০২২-২০২৩/ ১৮৯৮(১২৫০) তারিখঃ ২৫.০১.২০২৩

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০২২) এর আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দুর্বল সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বে খাদ্য সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা মোকাবেলায় দেশের কৃষি খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখ ১৭ নভেম্বর, ২০২২ এর প্রেক্ষিতে অত্র ব্যাংক হতে বিগত ২৩/১১/২০২২ তারিখে সার্কুলার লেটার নং-১২৭৫(১২৫০) জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলার লেটারের ধারাবাহিকতায় পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২২/০১/২০২৩ তারিখে ৫০৩ নং পত্র মূলে অত্র ব্যাংকের অনুকূলে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণের জন্য ঘোষিত ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় টাঃ১৯৩৮.০০ (এক হাজার নয়শত আটত্রিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত ৳১৯৩৮.০০ (এক হাজার নয়শত আটত্রিশ) কোটি টাকা বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নোক্তভাবে বন্টন করে দেয়া হলো ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা (৩০ জুন '২০২৪ এর মধ্যে বিতরণযোগ্য)
০১.	ঢাকা	৩৬০.০০
০২.	ময়মনসিংহ	৩৫০.০০
০৩.	চট্টগ্রাম	১২৫.০০
০৪.	খুলনা	৩৬০.০০
০৫.	বরিশাল	১৭৫.০০
০৬.	সিলেট	৮৫.০০
০৭.	কুমিল্লা	১৭০.০০
০৮.	ফরিদপুর	১৪০.০০
০৯.	কুষ্টিয়া	১৭০.০০
১০.	এলপিও	৩.০০
	মোটঃ	১৯৩৮.০০

০২। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ উপর্যুক্ত লক্ষ্যমাত্রা মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়/কর্পোরেট শাখার পারফরমেন্স, বাস্তব অবস্থা ও সম্ভাব্যতার নিরিখে উক্ত কার্যালয় সমূহের মধ্যে বন্টন করবেন। একইভাবে বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রা অঞ্চল প্রধানগণ শাখাসমূহের মধ্যে বন্টন করবেন। বন্টনকৃত লক্ষ্যমাত্রা একীভূত করে বিভাগীয় কার্যালয় সমূহ আগামী ২৯/০১/২০২৩ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগকে অবহিত করবে। লক্ষ্যমাত্রা বন্টনকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরন করতে হবে ঃ

(ক) **এসিডি সার্কুলার নং-০৭ এর আওতায় ধান/ মৎস্য চাষ/পোল্ট্রি/দুগ্ধ উৎপাদন/শাক-সবজি/ফুল ও ফল উৎপাদন এই ০৬ (ছয়)টি খাতে ঋণ বিতরণ করা যাবে। অত্র স্কিমের আওতায় প্রাণিসম্পদ খাতে গরু মোটতাজাকরণের জন্য কোন ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ করা যাবে না ;**

(খ) ৩০/০৬/২০২২ ভিত্তিক শাখা/ অঞ্চলের কৃষি ঋণের বিতরিত স্থিতির ভিত্তিতে ও বাস্তবতার নিরীখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে;

চলমান পাতা-০২

বিষয়ঃ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০২২) এর আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

(গ) **গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস । তবে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে শস্য ও ফসল (ধান,শাক-সবজি, ফল ও ফুল) চাষের জন্য বিতরণকৃত ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১২ মাস। এছাড়া, মৎস্য চাষ/ প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস;**

(ঘ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (সরল হারে)। কৃষক/গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ শাখা কর্তৃক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ করতে পারবে ;

(ঙ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য ও ফসল (ধান,শাক-সবজি,ফল ও ফুল) চাষের জন্য একক ভাবে জামানতবিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে ;

(চ) শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা যাবে। এছাড়া, শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) ব্যতীত অন্যান্য খাতের ঋণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম জামানত/সহায়ক জামানত গ্রহণের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(ছ) পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৪% সুদ/মুনাফা হারে কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করে ব্যাংকের বাইরে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে ব্যানার স্থাপন করতে হবে।

(জ) প্রকৃত কৃষক চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

(ঝ) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষকের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে হবে। **তবে, এ স্কীমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না ;**

(ঞ) এসিডি-০৭ এর আওতায় ঋণ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে অত্র সার্কুলারের সাথে সংযুক্ত-'ক ' মঞ্জুরি পত্র ব্যবহার করতে হবে। বর্ণিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় মঞ্জুরিতব্য শস্য ঋণের ক্ষেত্রেও নির্ধারিত ফরমের অতিরিক্ত আলাদা (সংযুক্ত-'ক') মঞ্জুরিপত্র ব্যবহার করতে হবে ;

(ট) **এ সার্কুলারের আওতায় চলতি মূলধন আকারে কোন ঋণ বিতরণ করা যাবে না। এসিডি-০৭ এর আওতায় বিতরণকৃত সকল ঋণ ১০১/৩২ খাতে সিবিএস এ ১১৩২ কোড ব্যবহার করে ঋণ হিসাব খুলতে হবে;**

(ঠ) এ সার্কুলারের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের মেয়াদ মঞ্জুরি পত্রে, ঋণ হিসাব বিবরণীতে এবং পুনঃঅর্থায়ন প্রতিবেদনে একই হতে হবে;

(ড) এসিডি সার্কুলার নং-০৭ এরতায় বিতরণকৃত ঋণের জন্য শাখায় আলাদা রেজিষ্টার ব্যবহার করতে হবে এবং মাস শেষে রেজিষ্টারের যোগফলের সাথে দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের যোগফলের সমান হতে হবে ;

(ণ) এ সার্কুলারে আওতায় বিতরণকৃত ঋণের দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের যোগফলের সাথে Web Portal এর যোগফল সমান হতে হবে। (Web Portal এ খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণের তথ্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে দৈনিক ভিত্তিতে এন্ট্রি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। কারণ Web Portal এর খাত ভিত্তিক তথ্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে এবং মাসিক ভিত্তিতে তা বাংলাদেশ ব্যাংক এর কৃষি ঋণ বিভাগে প্রেরণ করা হবে ;)

(ত) এ সার্কুলারের আওতায় ঋণ বিতরণ না করে/অন্য খাতে ঋণ বিতরণ করে/ঋণ আবেদন গ্রহণপূর্বক পুনঃঅর্থায়নের জন্য দাবী করা যাবে না ;

(থ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণ বিতরণ করে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য (ঋণ বিতরণের পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে) নির্ধারিত ছকে একীভূত বিবরণী সংযুক্ত ছক-০১ মোতাবেক এবং পুনঃঅর্থায়নের আওতায় দাবীকৃত ঋণের মঞ্জুরিপত্র ও ঋণ হিসাব বিবরণী বিতরণ পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে ক্রেডিট বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। কোন কারণে পুনঃঅর্থায়নের জন্য দাবী করা না হলে পরবর্তীতে তা দাবী করা যাবে না এবং এর দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখার উপর বর্তাবে।

(দ) আলোচ্য স্কিমের আওতায় বাজেট অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা যাবে না। অঞ্চল ও বিভাগীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে শতভাগ ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে অতিরিক্তি বরাদ্দের প্রয়োজন হলে প্রধান কার্যালয় হতে অনুমোদন গ্রহণ করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, অত্র ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার লেটার নং-১২৭৫(১২৫০) তারিখ ২৩/১১/২০২২ এ বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক আগামী ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের পরামর্শ দেয়া হলো। ঋণ বিতরণের খাত ভিত্তিক তথ্য দৈনিক ভিত্তিতে Web Portal এ এন্ট্রি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং অঞ্চল প্রধানগণ শুরু থেকেই উক্ত ঋণ বিতরণ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিংসহ প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

২৮/০১/২০২৩

(মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২২২৩৩৫৮৬৮১

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

বিষয়ঃ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০২২) এর আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ/শাখা-১/৭(৩৩)/২০২২-২০২৩/ ১৮১৮(১২৫০) তারিখঃ ২৫/০১/২০২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

২৫/০১/২০২৩

(মোঃ এনামুল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সংযুক্তি-'ক'

-----------শাখা।

--------- অঞ্চল।

মঞ্জুরিপত্র (শাখা হতে ঋণ গ্রহিতা)

(গোপনীয়)

সুত্র নং ...

তারিখঃ ......

প্রাপক.................

....

....

নমুনা কপি

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০৭ এর আওতায় মঞ্জুরিকৃত ঋণ।

বিষয় ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখঃ ১৭/১১/২০২২ মোতাবেক দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য গঠিত ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের এর আওতায় ....অনুকূলে ধান/ মৎস্য চাষ/শাক-সবজি/ফুল ও ফল চাষ/ প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি/ দুগ্ধ উৎপাদন খাতে মঞ্জুরকৃত --- লক্ষ টাকা ঋণ প্রথম বিতরণের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮মাস অথবা ১২ মাস (গ্রেস পিরিয়ড প্রযোজ্য নয়) মেয়াদে মঞ্জুরি প্রসঙ্গ।

মহোদয়,

-----------তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০৭ তাং-১৭/১১/২০২২ মোতাবেক দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য গঠিত ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা স্কিমের আওতায় ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এসিডি সার্কুলার নং-০৭'র আওতায় নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রথম বিতরণের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস অথবা ১২ মাস (গ্রেস পিরিয়ড প্রযোজ্য নয়) মেয়াদে -------- লক্ষ টাকা বিশেষ ঋণ সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছে ঃ

১।	সুযোগ সুবিধার ধরণ	ঃ	বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখঃ ১৭/১১/২০২২ মোতাবেক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মঞ্জুরিকৃত ঋণ।
২।	মঞ্জুরীর বিভাজন	ঃ	দায়-বন্ধকিতে ----------- লক্ষ টাকা।
৩।	মোট টাকা	ঃ	দেশীয় মুদ্রায় ------------- লক্ষ টাকা।
৪।	ঋণ মার্জিন অনুপাত	ঃ	------ ঃ ---------- ।
৫।	উদ্দেশ্য		ধান/ মৎস্য চাষ/শাক-সবজি/ফুল ও ফল চাষ/ প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি/ দুগ্ধ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য।
৬।	জামানত/ সহায়কজামানত		এল,এফ-৫ মোতাবেক প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তাবিত জামানতি সম্পত্তি ব্যাংকে বন্ধক থাকবে।
৭।	জামানত / সহায়ক জামানতের উপর চার্জ	ঃ	ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে প্রথম চার্জ সৃষ্টি করতে হবে।
৮।	দলিল সম্পাদন	ঃ	সংযুক্তি 'ক' মোতাবেক।
৯।	সুদের হার	ঃ	এ ঋণের সুদের হার হবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৪.০০% (সরল হারে)।
১০।	পরিশোধ পদ্ধতি	ঃ	সুদসহ মেয়াদান্তে আদায়যোগ্য, যা নবায়নযোগ্য নয়।
১১।	বিতরণ পদ্ধতি	ঃ	এক বা একাধিক কিস্তিতে বিতরণ করা যেতে পারে। তবে ১ম কিস্তি যে মাসে বিতরণ করা হবে ২য় কিস্তি ঐ মাসেই বিতরণ করতে হবে।
১২।	বীমা	ঃ	ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১৩।	ঋণ তত্ত্বধান/পরিধারণ	ঃ	ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে।
১৪।	ঋণ পরিশোধ	ঃ	১ম উত্তোলনের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস অথবা ১২ (গ্রেস পিরিয়ড প্রযোজ্য নয়) মাস মেয়াদান্তে পরিশোধযোগ্য।
১৫।	অন্যান্য শর্তাবলী	ঃ	সংযুক্তি 'খ' মোতাবেক।

উপরোক্ত শর্তসমূহ ব্যতিরেকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে যে কোন সময়ে আরো নূতন শর্ত আরোপ করার ক্ষমতা রাখে বা মঞ্জুরিকৃত ঋণ প্রদান বন্ধ/বাতিল করার বা ঋণের সমুদয় টাকা ফেরত চাওয়ার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষন করে।

যদি উপরোক্ত শর্তাবলী গ্রহনযোগ্য হয় তাহা হইলে অত্র মঞ্জুরিপত্রের একটি অনুলিপি "গৃহতি এবং স্থিরীকৃত"বলিয়া স্বাক্ষর দান পূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট......তারিখের মধ্যে ফেরত পাঠাইতে হইবে।

"গৃহতি এবং স্থিরীকৃত

স্বাক্ষরঃ ০১।

আপনার বিশ্বস্ত

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
-----------শাখা।
--------- অঞ্চল।

বিষয় ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখঃ ১৭/১১/২০২২ মোতাবেক দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য গঠিত ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের এর আওতায় ....অনুকূলে ধান/ মৎস্য চাষ/শাক-সবজি/ফুল ও ফল চাষ/ প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি/ দুগ্ধ উৎপাদন খাতে মঞ্জুরকৃত --- লক্ষ টাকা ঋণ প্রথম বিতরণের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮মাস অথবা ১২ মাস (গ্রেস পিরিয়ড প্রযোজ্য নয়) মেয়াদে মঞ্জুরি প্রসঙ্গ।

প্রণোদনার আওতায় মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিশেষ শর্তাবলি ঃ(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(ক) ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও অবস্থান ঃ

(খ) জামানত/সহযোগী জামানত ঃ

(১) প্লেজ/হাইপোথিকেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;
(২) বন্ধকী দলিল (এল,এফ-১৩) শাখার পূর্বানুমান প্রতিবেদন (এল,এফ-৫) অনুযায়ী প্রস্তাবিত জামানতী সম্পত্তি যথানিয়মে বন্ধক থাকবে। তাছাড়া প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সকল স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পদাদি ইত্যাদি বন্ধক থাকবে;
(৩) হলফনামা (এল,এফ-৯);
(৪) পাওয়ার অব এটর্নী, বন্ধককৃত সম্পত্তি সরাসরি নিলামে বিক্রির জন্য আইন বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ঋণ আদায় মহাবিভাগ পরিপত্র নং- ০৯/২০০৫, তারিখ ২০/১১/২০০৫ অনুযায়ী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;
(৫) স্বত্ব দলিলাদি জমা দেয়ার স্মারকলিপি (এল,এফ-১৯) পৌর এলাকার জমি বন্ধক নেয়া হলে;
(৬) স্বত্বাধিকারীর প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অবহিতকরনপত্র (এল,এফ-৪৪);
(৭) আইন বিভাগের পত্র নং-প্রকা/আইন-১০৫৯/০৫-০৬/৪৫৮(১২৫০), তারিখ ১৩/০৯/২০০৫ অনুযায়ী বন্ধকী সম্পত্তির ২৫ বছরের মালিকানা লিপিবদ্ধকরন ও দলিলায়ন সম্পাদন করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;।

(গ) দলিলপত্র সম্পাদন (Documentation) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

(১) ডি পি নোট একক ও যৌথভাবে;
(২) লেটার অব কনটিনিউটি (এলএফ-৬০ই);
(৩) রিভাইভাল লেটার (এলএফ-৬০জি);
(৪) সকল পরিচালকদের/উদ্যোক্তাদের নিকট হতে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি একক ও যৌথ নামে (এলএফ-৬০আই);
(৫) পরিচালকদের/উদ্যোক্তাদের সম্পদ ও দায়ের ঘোষনা (পৃথক পৃথক ভাবে);
(৬) ঋণ হিসাবের স্থিতি নিশ্চয়নপত্র;
(৭) দলিল সম্পাদনের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে চার্জ সৃষ্টি করতে হবে (কোম্পানি/অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
(৮) ব্যাংকের সাথে দলিলাদি সম্পাদন ও ঋণ গ্রহনের জন্য রেজুলেশন
(কোম্পানী/অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
(৯) এগ্রিমেট ফর ক্যাশ ক্রেডিট
ক) মালামাল হাইপোথিকেশন (এলএফ-৬০বি/এলএফ-৬০সি);
খ) হাইপোথিকেশন অব ডেট্স এন্ড এ্যাসেট্স (এলএফ-৬০ডি);
(১০) অন্য কোথাও বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করবেন না মর্মে কোম্পানী/উদ্যোক্তা থেকে অংগীকারনামা;
(১১) ষ্টক থেকে মালামাল চুরি, ঘাটতি হলে তার দায়-দায়িত্ব উদ্যোক্তার/কোম্পানীর উপর বর্তাবে মর্মে ঘোষনা;
(১২) ব্যাংক কর্তৃক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা, স্থায়ী সম্পদ বিক্রি অথবা উপ-বন্ধক প্রদান করতে পারার বিষয়ে ঋণগ্রহীতার ক্ষমতা অর্পন পত্র;
(১৩) লেটার অব ডিসক্লেইমার (এলএফ-৬০এফ) গোডাউন ভাড়ার ক্ষেত্রে;
(১৪) গুদামের ব্যবহারিক দখলীস্বত্ব উদ্যোক্তা কর্তৃক ব্যাংকের বরাবরে হস্তান্তরের ক্ষমতাদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(১৫) রেজিস্টার্ড পার্টনারশীপ দলিল (অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে);
(১৬) সম্মতিপত্র (Letter of Acceptance);
(১৭) অন্যান্য প্রযোজ্য দলিলাদি।

বিষয় : বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখঃ ১৭/১১/২০২২ মোতাবেক দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য গঠিত ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের এর আওতায় ....অনুকূলে ধান/ মৎস্য চাষ/শাক-সবজি/ফুল ও ফল চাষ/ প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি/ দুগ্ধ উৎপাদন খাতে মঞ্জুরকৃত --- লক্ষ টাকা ঋণ প্রথম বিতরণের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮মাস অথবা ১২ মাস (গ্রেস পিরিয়ড প্রযোজ্য নয়) মেয়াদে মঞ্জুরি প্রসঙ্গ।

(ঘ) অপারেশন পরিপত্র নং- ১২১/৯৩, তারিখ ০৫/১২/৯৩ মোতাবেক 'টাস্ক ফোর্স' কর্তৃক ঋণটি তদারকী করতে হবে এবং ভবিষ্যতে ঋণ প্রস্তাবের সাথে অবশ্যই টাস্কফোর্স প্রতিবেদন পাঠাতে হবে।

(ঙ) পরিদর্শন : হাইপোথিকেটেড পন্য নিয়মিতভাবে যাচাই করতে হবে এবং অপারেশন পরিপত্র নং-৪/৯৪, তারিখ ০৯/০১/৯৪ ও ৫/৯৫, তারিখ ১৫/০১/৯৫ এর নির্দেশনা অনুসরন করতে হবে।

(চ) অন্যান্য শর্তাবলি : (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(১) এ ঋণের সুদের হার হবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৪.০০% (সরল হারে)। ঋণ হিসাবটি মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী পরিচালিত না হলে বা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধিত না হলে প্রচলিত সুদ হারে আরোপযোগ্য সমুদয় সুদের টাকা ঋণগ্রহিতার নিকট হতে আদায় করতে হবে এবং সময়ে সময়ে ব্যাংক কর্তৃক পরিবর্তিত সুদের হার এই ঋণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে;

(২) শস্য ও ফসল খাতে ঋণের মেয়াদ ১ম উত্তোলনের তারিখ হতে ১২ (গ্রেস পিরিয়ড প্রযোজ্য নয়) মাস মেয়াদ/ মৎস্য চাষ/ প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যা মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায়যোগ্য। আলাদা ঋণ হিসাব খুলে দলিলায়নের মাধ্যমে মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিতরণ করতে হবে। ঋণটি মেয়াদপূর্তিতে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

(৩) পূর্বানুমান প্রতিবেদন (এল.এফ-৫) মোতাবেক জামানতি সম্পত্তির স্বত্ব ও মূল্য নির্ধারণ নিশ্চিত হয়ে যথাযথভাবে বন্ধক গ্রহনপূর্বক মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণযোগ্য হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৪) কৃষক/গ্রাহকের নামে হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট/স্থানীয় ব্যাংক শাখাসমূহ হতে দায়-দেনার প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ সাপেক্ষে কৃষক/গ্রাহকের নামে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অনিয়মিত/শ্রেণীকৃত ঋণ নেই মর্মে নিশ্চিত হয়ে এ ঋণ বিতরণ করতে হবে;

(৫) বাংলাদে ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষক/গ্রাহকের অনুকূলে ঋণের চাহিদা যথাযথভাবে নিরূপন করা হয়েছে মর্মে শাখা কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে;

(৬) প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগের ০৩/০৯/২০১৪ তারিখের পত্র নং প্রকা/আইন-৭৯৫(অংশ-১)/২০১৪-১৫/১৪১(১১৫০) এর নির্দেশনা অনুসরণ পূর্বক বন্ধকী দলিল সম্পাদনের পূর্বে প্রস্তাবিত জামানতি সম্পত্তি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে তল্লাশি পূর্বক দায় মুক্তির সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে এবং বন্ধকী জমির সীমানা চিহ্নিত কাগজপত্র নথিতে সংরক্ষন করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৭) কৃষক/গ্রাহকের বন্ধকী সম্পত্তির দৃশ্যমান স্থানে "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ------------ শাখায় দায়বদ্ধ" মর্মে সাইনবোর্ড লাগাতে হবে(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(০৮) প্রদানকৃত জামানত ও বন্ধকীতে প্রদত্ত পন্যের বাজার মূল্যের সাথে ১০% যোগ করে সকল প্রকার ঝুঁকির বিপরীতে ব্যাংক ও উদ্যোক্তার যৌথনামে ব্যাংক বিধি মোতাবেক উদ্যোক্তার খরচে কম্প্রিহেনসিভ বীমা করতে হবে। এক্ষেত্রে অপারেশন পরিপত্র ৮৪/৯৫ তারিখ ০৪/০৯/১৯৯৫ এর নির্দেশনা অনুসরন করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(০৯) এ ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এসিডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখঃ ১৭/১১/২০২২ এর নীতিমালা এবং পরবর্তীতে সময়ে সময়ে জারীকৃত নিয়মাচার যথারীতি প্রযোজ্য হবে;

কর্মকর্তা ব্যবস্থাপক

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য গঠিত ৫,০০০ (তিন হাজার) কোটি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম

(এসিডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখ ১৭/১১/২০২২) এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন দাবী সংক্রান্ত বিবরণী (মাসিক ভিত্তিক)।

ব্যাংকের নামঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

মাসের নাম

অর্থবছর

সংযুক্তি-০১

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিভাগীয় কার্যালয়ের নাম	শাখার নাম	গ্রাহকের নাম এবং মোবাইল নম্বর	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার	ঋণ বিতরণের তারিখ	ঋণের মেয়াদ	ঋণ বিতরণের খাত	বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর
			দাবী ইংরেজীতে করতে হবে							

25.01.2023

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উর্ধতন মূখ্য কর্মকর্তা

মোঃ এনামুল হোসেন
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১, ০২২২৩৩-৮৮৯৪৯;
ই-মেইলঃ dgmlad1@krishibank.org.bd
ক্রেডিট বিভাগ

নং- বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি (শাখা-১)/৩(১৭)/২০২২-২০২৩/ ১২৭৫ (১২৫০) তারিখঃ ২৩.১১.২০২২

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগ এর ১৭.১১.২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০৭ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, কৃষি ঋণ বিভাগ এর ১৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০৭ এ বর্ণিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি তথা যথাযথ অনুসরণ ও পরিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সার্কুলারটির বর্ণিত নির্দেশনা নিম্নে হুবহু উল্লেখ করা হলোঃ

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দুর্বল সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বে খাদ্য সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এপ্রেক্ষিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কৃষি খাতে স্বল্প সুদ হারে ঋণ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে ঃ

১. **স্কিমের নাম ঃ** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম।

২. **স্কিমের আওতায় তহবিলের পরিমাণ ঃ** ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা (প্রয়োজনে তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে)।

৩. **উৎস্য ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৪. **স্কিমের মেয়াদ ঃ** ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত (প্রয়োজনে স্কিমের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে)।

৫. **ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও তহবিল বরাদ্দ ঃ**

ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করে এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

খ) অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকসমূহের চাহিদা, কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা, ঋণ বিতরণের সক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

গ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর পেশকৃত পুনঃঅর্থায়ন দাবী পর্যালোচনাপূর্বক পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থ পুনঃঅর্থায়ন করা হবে।

৬. **কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ঃ**

ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

খ) কৃষক/গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে।

গ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য ও ফসল (ধান, শাক-সবজি, ফল ও ফুল) চাষের জন্য এককভাবে জামানতবিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ঘ) শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা যাবে। এছাড়া, শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) ব্যতীত অন্যান্য খাতের ঋণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম জামানত/সহায়ক জামানত গ্রহণের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়ঃ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

ঙ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

চ) কোনো কৃষক/গ্রাহক যে কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপি হলে তিনি এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

ছ) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষকদের অনুকূলে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৭. সুদ/মুনাফা হার ঃ

ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে।

খ) কৃষক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (সরল হারে)। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

৮. ঋণের খাতসমূহ ঃ

ক) ধান চাষ, মৎস্য চাষ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত শাক-সবজি, ফল ও ফুল চাষ, প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে এ স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৯. ঋণের মেয়াদ ঃ

ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ মাসের মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে) পরিশোধ করবে।

খ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১৮ মাস।

১০ পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি ঃ

ক) কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ শুরু করার পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন এর অর্থ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ পরিচালক (এসিডি), কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করবেঃ

⇒ প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;

⇒ বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-১ মোতাবেক);

⇒ ঋণ পরিশোধ প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট);

⇒ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১১. পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

ক) ব্যাংকের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্তির মধ্যেই সুদ/মুনাফাসহ গৃহীত আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।

খ) কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

গ) ঋণের বকেয়া নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে।

ঘ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোনো অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে এবং বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ৪% এর অধিক সুদ/মুনাফা আদায় করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্য্য করে এককালীন আদায় করা হবে।

১২. রিপোর্টিং ও মনিটরিং ঃ

ক) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পুঞ্জিভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-২ মোতাবেক) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে মাসিক ভিত্তিতে (মাস সমাপনান্তে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে।

গ) কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা হবে।

চলমান পাতা-৩

বিষয়ঃ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

১৩. **ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রচারণা ও কৃষক নির্বাচন ঃ**

ক) পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৪% সুদ/মুনাফা হারে কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করে ব্যাংকের বাইরে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে ব্যানার স্থাপন করতে হবে।

খ) এ স্কিমের আওতায় কৃষকদেরকে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফসল চাষের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই শাখার মাধ্যমে বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে হবে।

গ) প্রকৃত কৃষক চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

১৪. **তহবিল ব্যবস্থাপনা** ঃ এ তহবিলের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং এ লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

১৫. **অন্যান্য শর্তাবলীঃ**

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ করবে এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এবং বর্তমানে অনুসৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা যেমন-জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে।

গ) আলোচ্য পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সরবরাহ করবে। পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

উপরোক্ত নীতিমালা ও শর্তাদি অনুসরণপূর্বক এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে এ সার্কুলার জারীর পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগ এর ১৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০৭ এতদ্সংগে সংযুক্ত করা হলো। এমতাবস্থায়, সার্কুলারের নির্দেশনা সমূহ যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

২৩/১১/২০২২

(মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
তারিখঃ ২৩.১১.২০২২

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

নং- বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি (শাখা-১)/৩(১৭))/২০২২-২০২৩/ ২২৭৫(১২৫০)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। নথি/মহানথি।

২৩/১১/২০২২
(মোঃ এনামুল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ

এসিডি সার্কুলার নং- ০৭

০২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯
তারিখঃ --------------------
১৭ নভেম্বর, ২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দুর্বল সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বে খাদ্য সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এপ্রেক্ষিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কৃষি খাতে স্বল্প সুদ হারে ঋণ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে ঃ

১. **স্কিমের নাম ঃ** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম।

২. **স্কিমের আওতায় তহবিলের পরিমাণ ঃ** ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা (প্রয়োজনে তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে)।

৩. **উৎস ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৪. **স্কিমের মেয়াদ ঃ** ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত (প্রয়োজনে স্কিমের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে)।

৫. **ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও তহবিল বরাদ্দ ঃ**

ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করে এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে ।

খ) অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকসমূহের চাহিদা, কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা, ঋণ বিতরণের সক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

গ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর পেশকৃত পুনঃঅর্থায়ন দাবী পর্যালোচনাপূর্বক পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থ পুনঃঅর্থায়ন করা হবে।

৬. **কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ঃ**

ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

খ) কৃষক/গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে।

চলমান পাতা-০২

গ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য ও ফসল (ধান, শাক-সবজি, ফল ও ফুল) চাষের জন্য এককভাবে জামানতবিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ঘ) শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা যাবে। এছাড়া, শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) ব্যতীত অন্যান্য খাতের ঋণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম জামানত/সহায়ক জামানত গ্রহণের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

ঙ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

চ) কোনো কৃষক/গ্রাহক যে কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপি হলে তিনি এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

ছ) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষকদের অনুকূলে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৭. সুদ/মুনাফা হার ঃ

ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে।

খ) কৃষক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (সরল হারে)। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

৮. ঋণের খাতসমূহ ঃ

ক) ধান চাষ, মৎস্য চাষ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত শাক-সবজি, ফল ও ফুল চাষ, প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে এ স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৯. ঋণের মেয়াদ ঃ

ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ মাসের মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে) পরিশোধ করবে।

খ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১৮ মাস।

১০. পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি ঃ

ক) কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ শুরু করার পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন এর অর্থ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ পরিচালক(এসিডি), কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করবেঃ

⇒ প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;
⇒ বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-১ মোতাবেক);
⇒ ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট);
⇒ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

চলমান পাতা-০৩

১১. পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

ক) ব্যাংকের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্তির মধ্যেই সুদ/মুনাফাসহ গৃহীত আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।

খ) কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

গ) ঋণের বকেয়া নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে।

ঘ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোনো অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে এবং বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ৪% এর অধিক সুদ/মুনাফা আদায় করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্য্য করে এককালীন আদায় করা হবে।

১২. রিপোর্টিং ও মনিটরিং ঃ

ক) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পুঞ্জিভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-২ মোতাবেক) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে মাসিক ভিত্তিতে (মাস সমাপনান্তে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে।

গ) কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা হবে।

১৩. ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রচারণা ও কৃষক নির্বাচন ঃ

ক) পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৪% সুদ/মুনাফা হারে কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করে ব্যাংকের বাইরে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে ব্যানার স্থাপন করতে হবে।

খ) এ স্কিমের আওতায় কৃষকদেরকে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফসল চাষের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে হবে।

গ) প্রকৃত কৃষক চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

১৪. তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ এ তহবিলের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং এ লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

১৫. অন্যান্য শর্তাবলী ঃ

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ করবে এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এবং বর্তমানে অনুসৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা যেমন- জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে।

চলমান পাতা-০৪

গ) আলোচ্য পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সরবরাহ করবে। পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

উপরোক্ত নীতিমালা ও শর্তাদি অনুসরণপূর্বক এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে এ সার্কুলার জারীর পরবর্তী ১(এক) মাসের মধ্যে অত্র বিভাগের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনীঃ ২ (দুই) পাতা।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক (এসিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০১৩৮